B.A CBCS POLITICAL SCIENCE (DSC SEM 1)
DSC -1A- INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY
TOPIC 3: DEBATES IN POLITICAL THEORY

ON WHAT GROUNDS IS CENSORSHIP JUSTIFIED AND WHAT ARE ITS LIMITS? /সেন্সরশিপের বিচার এবং তার সীমাবদ্ধতাগুলি কী?

সেন্সরশিপ হ'ল বক্তব্য, গণযোগাযোগ বা অন্যান্য তথ্যের দমন, এই ভিত্তিতে এই জাতীয় উপাদান আপত্তিজনক, ক্ষতিকারক, সংবেদনশীল বা "অসুবিধাজনক" বলে বিবেচিত হয়। সেন্সরশিপ সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি পরিচালনা করতে পারে ○ সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি সেন্সরশিপে জড়িত থাকতে পারে অন্য গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠান সেন্সরশিপের জন্য প্রস্তাব ও আবেদন করতে পারে যখন কোনও লেখক বা অন্য স্রষ্টার মতো কোনও ব্যক্তি তাদের সেন্সরশিপে নিযুক্ত হন নিজস্ব কাজ বা বক্তৃতা, এটি স্ব-সেন্সরশিপ হিসাবে পরিচিত। জাতীয় সুরক্ষা, অশ্লীলতা, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং ঘৃণ্য বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করা, শিশু বা অন্যান্য দুর্বল দলগুলিকে রক্ষা করা, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার বা সীমাবদ্ধ করা এবং অপবাদ ও কুটিলতা রোধ সহ দাবিত কারণগুলির মধ্যে: সরাসরি সেন্সরশিপ আইনী হতে পারে বা নাও হতে পারে প্রকার, অবস্থান এবং বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে অনেক দেশ আইন অনুসারে সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সরবরাহ করে , যাতে সেন্সর করা যায় এবং কী করা যায় না তা নির্ধারণ করার জন্য। স্ব-সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই।

সেন্সরশিপটি ইতিহাসের সর্বত্র সমালোচিত হয়েছে অন্যায় এবং অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারনেট সেন্সরশিপ সম্পর্কিত 1997 এর একটি প্রবন্ধে, সামাজিক ভাষ্যকার মাইকেল ল্যান্ডিয়ার দাবি করেছেন যে সেন্সরশিপটি প্রতিরোধমূলক কারণ এটি সেন্সরযুক্ত বিষয়টিকে আলোচনার হাত থেকে বাঁচায়। ল্যান্ডিয়ার এই দাবি করে তার যুক্তি প্রসারিত করেছেন যে যারা সেন্সর চাপিয়েছেন তারা অবশ্যই সেন্সরকে কী সত্য বলে বিবেচনা করবেন, যেহেতু নিজেরাই সঠিক বলে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা বিরোধী মতামতযুক্ত লোকদের অস্বীকার করার সুযোগকে স্বাগত জানায়।

অশ্লীল বিবেচিত পদার্থের সেন্সরশিপ হিসাবে সেন্সরশিপটি প্রায়শই সমাজের উপর নৈতিক মূল্যবোধ আরোপের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী novelist ই। এম। ফারস্টার এই বিষয়টিকে অশ্লীল বা অনৈতিক বলে সেন্সর করার এক কঠোর বিরোধী ছিলেন, নৈতিক সাবজেক্টিভিটি এবং নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমাগত পরিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

প্রবক্তারা সেন্সর করা বিভিন্ন ধরণের তথ্যের জন্য বিভিন্ন যুক্তি ব্যবহার করে এটি ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেছেন:

• **নৈতিক সেন্সরশিপ** হ'ল অশ্লীল বা অন্যথায় নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ বিবেচিত উপকরণগুলি অপসারণ। উদাহরণস্বরূপ, পর্নোগ্রাফি প্রায়শই এই যুক্তি অনুসারে সেন্সর করা হয়, বিশেষত শিশু পর্নোগ্রাফি যা বিশ্বের বেশিরভাগ এথতিয়ারে অবৈধ এবং সেন্সরযুক্ত।

• **সামরিক সেন্সরশিপ** হ'ল সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলগুলি গোপনীয় এবং শত্রু থেকে দূরে রাখার প্রক্রিয়া। গুপ্তচরবৃত্তি মোকাবেলায় এটি ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক সেন্সরশিপ তখন ঘটে যখন সরকারগুলি তাদের নাগরিকদের কাছ থেকে তথ্য ফিরিয়ে নেয়। এটি প্রায়শই জনসাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশকে বাধা দিতে পারে যা বিদ্রোহকে বাড়াতে পারে।

ধর্মীয় সেন্সরশিপ হ'ল উপায় যা দ্বারা নির্দিষ্ট ধর্ম দ্বারা আপত্তিজনক বিবেচনা করা কোনও উপাদান অপসারণ করা হয়। এর মধ্যে প্রায়শই একটি প্রচলিত ধর্ম জড়িত থাকে যার ফলে প্রচলিত লোকেদের সীমাবদ্ধতা জোর করে। বিকল্প হিসাবে, যখন তারা বিশ্বাস করে যে বিষয়বস্তুটি তাদের ধর্মের পক্ষে উপযুক্ত নয় তখন একটি ধর্ম অন্য কারও কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

কর্পোরেট সেন্সরশিপ হ'ল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্পোরেট মিডিয়া আউটলেটগুলিতে সম্পাদকরা তাদের ব্যবসায় বা ব্যবসায়িক অংশীদারদেরকে নেতিবাচক আলোকে চিত্রিত করে বা বিকল্প প্রস্তাবগুলি পাবলিক এক্সপোজারে পৌঁছাতে বাধা দিতে হস্তক্ষেপ করে এমন তথ্য প্রকাশে বাধাগ্রস্ত করতে হস্তক্ষেপ করে।

ইন্টারনেট সেন্সরশিপ হ'ল ইন্টারনেটে তথ্য প্রকাশনা বা অ্যাক্সেসের নিয়ন্ত্রণ বা দমন। এটি সরকার বা বেসরকারী সংস্থাগুলি সরকারের নির্দেশে বা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে চালিত হতে পারে। ব্যক্তি এবং সংস্থা নিজেরাই স্ব-সেন্সরশিপে জড়িত হতে পারে বা ভয় ও ভয়ের কারণে।

ইন্টারনেট সেন্সরশিপের সাথে জড়িত সমস্যাগুলি আরও বেশি `traditional` মিডিয়ার অফলাইন সেন্সরশিপের মতো। একটি পার্থক্য হ'ল অনলাইনে জাতীয় সীমানা আরও বেচাকেনা: যে দেশের বাসিন্দারা নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি দেশের বাইরের হোস্ট করা ওয়েবসাইটগুলিতে এটি খুঁজে পেতে পারে। সুতরাং সেন্সরগুলিকে তথ্যের অ্যাক্সেস প্রতিরোধে অবশ্যই কাজ করা উচিত যদিও তারা নিজেরাই ওয়েবসাইটগুলির উপর শারীরিক বা আইনী নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। এর পরিবর্তে প্রযুক্তিগত সেন্সরশিপ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা দরকার যা ইন্টারনেটের জন্য অনন্য, যেমন সাইট ব্লকিং এবং সামগ্রী ফিল্টারিং।

সামাজিক মাধ্যম `/impact of social media`

অনেক দেশেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে নাগরিকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্ষোভের আয়োজন করে, যাদের মাঝে মাঝে "টুইটার রেভলিউশনস" বলা হয়। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচালিত এই বিক্ষোভগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল আরব বসন্তের অভ্যুত্থান, যা ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল মুছে ফেলা হয়েছে।

অটোমেটেড সিস্টেমগুলি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি সেন্সর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাই নাগরিকরা অনলাইনে কী বলতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে। এটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে চীনে ঘটে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেন্সর করা হয়। ২০১৩ সালে, হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্যারি কিং একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন যাতে সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলি সেন্সর করা হয়েছিল এবং সুনির্দিষ্টভাবে দেখা গেছে যে সরকারের উল্লেখ করা পোস্টগুলি সরকারের সমর্থন বা সমালোচিত

হলে তারা কম-বেশি মুছে ফেলার সম্ভাবনা ছিল না। সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ না করা পোস্টগুলির তুলনায় সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করা পোস্টগুলি মুছে ফেলার সম্ভাবনা বেশি ছিল। বর্তমানে, সোশ্যাল মিডিয়া সেন্সরশিপটি মূলত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিক্ষোভ সংগঠিত করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার একটি উপায় হিসাবে উপস্থিত হয়। চীন সরকারের পক্ষে, স্থানীয় সরকার পরিচালনায় অসন্তুষ্ট নাগরিকদের দেখা সুবিধাজনক কারণ রাষ্ট্র ও জাতীয় নেতারা অপ্রিয় আধিকারিক কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপন করতে পারেন। কিং এবং তাঁর গবেষকরা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে প্রতিকূল সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলির সংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা কখন সরানো হবে। গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলিতে সমালোচনা সহনীয়, সুতরাং সমষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণের উচ্চতর সুযোগ না থাকলে এটি সেন্সর করা হয় না। সমালোচনা রাজ্যের নেতাদের সমর্থক বা অসমর্থিত কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টগুলি সেন্সর করার প্রধান অগ্রাধিকার হ'ল ইন্টারনেটে যা বলা হয়েছিল তার কারণে কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না তা নিশ্চিত করা। চীন সরকারে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ভূমিকা চ্যালেঞ্জ জানানো পোস্টগুলি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে তার কারণে সেন্সর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। ভারতের সংবিধান মতপ্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়, তবে জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ইতিহাসকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়বস্তুর উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। তথ্য প্রযুক্তি বিধিমালা ২০১১ অনুসারে আপত্তিকর বিষয়বস্তুতে এমন কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা "ভারতের unity, অখণ্ডতা, প্রতিরক্ষা, সুরক্ষা বা সার্বভৌমত্ব, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা হুমকিস্বরূপ"।

সেন্সরশিপের সীমাবদ্ধতা

1. *এটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের যা চায় তার পক্ষে একদল লোককে দমন করে।*

২. *এটি মানুষকে এটিকে সত্য বলার জন্য একটি নির্দিষ্ট বর্ণনাকে সমাজে তৈরি করতে দেয়।*

আপনি প্রায়শই সহিংসতার উপর সেন্সরশিপের ডাক শুনতে পাবেন যখন তারা ভিডিও গেমসে এটি দেখে, বইগুলিতে পড়ে বা ফিল্মে বা টিভিতে এর উদাহরণ দেখে। কাল্পনিক সহিংসতার বাস্তবতা হ'ল এটি অন্যথায় স্থিতিশীল লোকদের হঠাৎ করে কাউকে আঘাত করতে চায় না। যদি আমরা অস্থির লোকের ক্রিয়াগুলির ভিত্তিতে উপাদানটি দমন করা শুরু করি, তবে সেন্সরশিপ প্রক্রিয়া থেকে কিছুই নিরাপদ হবে না

3. *এটি সাধারণ মানুষের সামগ্রিক বুদ্ধি হ্রাস করে।*

সেন্সরশিপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে সাধারণ জনগণ কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে যাতে প্রতিবার নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনযোগ্য হয়। এটি কোনও অবস্থার সত্যতা কী ঘটে তা আবিষ্কার থেকে ব্যক্তিদের রোধ করার চেষ্টা। এমনকি বিষয়বস্তু ভুয়া বা অবিশ্বাস্য বলেও বোঝানোর চেষ্টা করা যেমন ট্রাম্প প্রশাসন প্রায়শই সংবাদমাধ্যমের সাথে করেন, এটি একটি সরকারী ক্ষমতা থেকে সেন্সরশিপ তৈরির উপায়।

একজনের কাছে বলা একটাই জিনিস, "আমি সিএনএন দেখতে পছন্দ করি না কারণ আমার মনে হয় যে তাদের সংবাদ গল্পগুলি নকল।" যখন কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি বলেন যে নিউজ

মিডিয়া রাষ্ট্রের শত্রু, তখন এটি কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অবস্থান তৈরি করে, বিশেষত যখন তিনি বলে যে এর "যতটা সুর ও যতদূর সম্ভব তার ভূমিকা পালন করার" রয়েছে।

4. *এটি কোনও ব্যক্তিকে অবাধে প্রকাশ করতে বাধা দেয়।*

কোনও নিয়মবিহীন পরিবেশে যা সম্পূর্ণ সেন্সরশীপ মুক্ত, যে কেউ প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই যা কিছু চান তার পোস্ট করতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র "অশ্লীল" আইটেমগুলির ব্যবহার রোধ করে এই পথটি ধরে একটি সূক্ষ্ম লাইন ধরে। অন্যান্য দেশগুলি এই বিষয়টিকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যায়, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিকে অবৈধভাবে ঘোষণা করে যেগুলি এই দেশের সরকারের অফিসিয়াল অবস্থানের সাথে দ্বন্দ্ব বদ্ধপরিকর।

।

5. *এটি যেখানে পরিবর্তনের দায়িত্ব সমাজে রয়েছে।*

লোকেরা তথ্যের জন্য কী কী অ্যাক্সেস করতে পারে তার জন্য যখন সরকার দায়বদ্ধ থাকে, তখন কারও কাজের জন্য কোনও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা আর থাকে না। এই প্রক্রিয়া এই নীতিগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্বে যার যার নীতি, নৈতিকতা এবং মানদণ্ডের নিয়ন্ত্রণকে সিড করে। একবার যখন কেউ অন্য ব্যক্তি, সংস্থা বা নির্বাচিত আধিকারিককে তাদের কীভাবে চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণের কথা বলার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক হয়, তখন জীবনের সিদ্ধান্তগুলির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ আরও অদৃশ্য হয়ে যেতে দেওয়া আরও সহজ হয়ে যায়। ব্যক্তি হওয়ার পরিবর্তে সেন্সরশিপ মানুষকে পণ্যগুলিতে পরিণত করে।

আমরা ইতিমধ্যে চীনের এই অসুবিধার প্রভাবটি দেখতে পাচ্ছি। যদি কেউ সরকার বিরোধী, হিংসাত্মক, বা যৌন গ্রাফিক এমন মন্তব্য যুক্ত করে তবে সামগ্রীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার বিষয়। এটি যথেষ্ট সময় করুন এবং অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হবে।

6. *এটি সকল স্তরে অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।*

সেন্সরশিপ যখন কোনও ধরণের বিষয়বস্তু অবরুদ্ধ করতে শুরু করে কারণ এটি "শালীন" বা কাউকে আপত্তিজনক আচরণের বিষয়ে কারও দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করে না, তখন সমাজের সমস্ত স্তরে এমন কিছু সংখ্যক অর্থনৈতিক সুযোগ পাওয়া যায় যা উপলভ্য হয়। ব্যবসাগুলি আর তাদের প্রচার করতে পারে না কারণ তাদের বিজ্ঞাপন কারওর পক্ষে আপত্তিজনক হতে পারে। সংস্থাগুলি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে না কারণ প্রক্রিয়াগুলি কারও দ্বারা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে। এটি এমন একটি বিশ্ব তৈরি করে যেখানে আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি অন্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই উচ্চতম কণ্ঠস্বরগুলির মধ্যে সাধারণত সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণ থাকে।

7. *এটি একটি মিথ্যা আখ্যানকে সত্য হতে দেয়।*

আপনি যদি উত্তর কোরিয়ায় বসবাসকারী গড়পড়তা ব্যক্তিকে বিশ্বের সম্পর্কে কী জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা আপনাকে বলবে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম খারাপ দেশ, যে তাদের জীবনযাত্রার মানটি দুর্দান্ত, এবং জীবনটি সমস্ত সুন্দর সময়. কখনও মনে করবেন না যে সেই দেশের গড় ব্যক্তি প্রতি মাসে or 3 বা তারও কম উপার্জন করেন, অপুষ্টি এড়াতে 18 মিলিয়ন লোকের খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রাথমিক চিকিত্সার যত্নের কোনও অ্যাক্সেস নেই। চরম মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও রয়েছে, যেমন মত প্রকাশের

স্বাধীনতা, ধর্মীয় অনুশীলনগুলি, এমনকি স্বাধীন নাগরিক সমাজ সংগঠনের মতো সম্পূর্ণ কার্টেলিং। এটি অত্যাচার, নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ডের দেশ।

৪. *সেন্সরশিপ অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া ব্যয়বহুল।*

সাধারণ জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট সামগ্রীর আইটেমগুলি দেখার থেকে নিরস্ত করার জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করার ব্যয়টি ২০১৫ সালে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল। কেবলমাত্র একটি দেশে সংযোগ কাটা $ ১০০ কোটিরও বেশি হতে পারে। অন্যদের উপর সেন্সরশিপের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে তাকানোর সময় এই ব্যয়গুলি হ'ল আইসবার্গের মূল বিষয়

অনলাইনে তথ্য অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করার জন্য চীন নিজের ফায়ারওয়ালটি ঠিক রাখতে প্রতিবছর নিজের চীন প্রতি বছর 2 বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করে। কয়েক হাজার কর্মী আছেন যারা স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, কিছু সাইট এই কাজের সুবিধার্থে ব্যাক-এন্ড অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। আপনি যখন অন্য প্রতিটি বিভাগের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ব্যয়গুলির দিকে নজর দেন, বিশ্ব পরিবর্তিত তথ্য প্রবাহ তৈরি করতে বিশ্ব সম্ভবত 100 বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে যা মানুষ বাস্তবে গ্রহণ করে।

উপসংহার

কিছু লোক সেন্সরশিপের ধারণাটিকে আমাদের প্রতিদিনের রুটিনগুলিতে সাধারণ জ্ঞানীয় বিধিনিষেধ যুক্ত করার উপায় হিসাবে দেখে যাতে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি এবং আমাদের বাচ্চাদের সুরক্ষা দিতে পারি। এই সমীকরণের অন্য দিকটি হ'ল পরিবারগুলি নিজের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করতে, বিধিগুলি প্রতিষ্ঠা করতে এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যা অন্যের উপর তাদের নৈতিকতা বা বিশ্বাস চাপিয়ে না দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খায়।

এর অর্থ এই নয় যে সমাজে সমস্ত ধরণের সামগ্রীর অনুমতি দেওয়া উচিত। খুনের ভিডিও, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং অন্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উত্সাহিত করে বা চিত্রগুলিতে প্রকৃত ক্ষতি প্রচার করে এমন অনুরূপ আইটেমগুলি এমন একটি সুরক্ষা ফ্যাক্টর যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

এই কারণেই সেন্সরশিপের উপকারিতা এবং বিপরীতে কল্পিত বিষয়বস্তুগুলির থেকে পৃথক করে কাজ করে আমরা হত্যার রহস্য উপন্যাসকে বেআইনী বলি না কারণ গল্পটির কেউ মারা গেছে। আমরা হত্যার চিত্র প্রদর্শন করে এমন একটি বিষয়কে আমরা বেআইনী করে দেব কারণ এটি তৈরির প্রক্রিয়ায় একজন প্রকৃত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছিল।